মেহেরপুরে বাড়ছে দুর্ঘটনা, পঙ্গুত্ত্ববরণসহ ঘটছে প্রাণহানি (ভিডিও সহ)

মেহেরপুরের আঞ্চলিক মহাসড়ক ও সড়ক গুলো এখন শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যানবাহনের দখলে। দিনের পর দিন মৃত্যু’র মিছিল দীর্ঘ হলেও ট্রাফিক পুলিশ দূর্ঘটনা রোধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা জেলায়। গত দু বছর আগে ট্রাফিক পুলিশের তাড়া খেয়ে মটরসাইকেল নিয়ে পালাতে গিয়ে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে গাংনীর ভোমরদহ গ্রামের সাবেক এক সেনা সদস্য’র মৃত্যু হয়। পরে জনরোষ থেকে বাঁচতে পালিয়ে যায় ট্রাফিক পুলিশের সদস্যরা। এলাকাবাসির অভিযোগ মেহেরপুর সড়ক মহাসড়ক অবৈধ যান দাপিয়ে বেড়ালেও অজ্ঞাত কারনে ট্রাফিক বিভাগ নিরবতা পালন করে আসছে। অবৈধ যান চলাচল বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকলেও নেই নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চলছে এসব অবৈধ যান।
গতকাল বুধবার দিবাগত সন্ধ্যায় গাংনীর পোড়াপাড়া নামক স্থানে ট্রাকের ধাক্কায় রাণী খাতুন (২৫) নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। সে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের নাহিদুজ্জামানের স্ত্রী। রাণী খাতুন তার শ্বশুরের মোটরসাইকেল চড়ে গাংনী উপজেলা শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় একটি ট্রাক মোটরসাইকেলকে ধাক্কায় দিলে ছিটকে মাটিতে পড়ে নিহত হয় সে।
গাংনীর বাওট বাজারে অদূরে গত শনিবার দুপুর সাড়ে ১২ টায় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বাওট বাজার সংলগ্ন এলাকায় ট্রাক ও হোপার (ধানমাড়াই গাড়ী) মুখোমুখি সংঘর্ষে আক্তারুল ইসলাম (৩৫) নামের এক চালক নিহত হয়েছে। নিহত আক্তারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে ও হোপার (ধানমাড়াইগাড়ী) চালক। এ ঘটনার পরপরই লাশের পাশ দিয়ে মেহেরপুরের ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা গেলেও উদ্ধার কিংবা ঘাতক ট্রাক আটক না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয়রা। এ নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় অভিযুক্ত ট্রাফিক পুলিশের কয়েকজন সদস্য’র বিরুদ্ধে বিভীগীয় মামলা ও কৈফিয়ত তলবের নির্দেশ দেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন মাইক্রোবাস চালক জানান, কাগজ পত্র

ঠিক থাকলেও ট্রাফিক পুলিশকে মাসিক চাঁদা দিয়ে তাদের চলতে হয়। আলগামন চালকরা জানান,ট্রাফিক পুলিশ তাদের আটক করলেও নজরানা দিলেই ছেড়ে দেয়।
কয়েকজন ইটভাটা মালিক জানান, ইটভাটা চলাকালিন সময়ে ট্রাফিক পুলিশ সদস্যদের টাকা নিয়েই লাটাহাম্বার চালানো হয়। টাকা না দিলে গাড়ি ধরে নিয়ে থানায় আটক রাখার হুমকী দেন।
চলতি মাসের ৮ তারিখ (মঙ্গলবার) জেলায় পাখি ভ্যান ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়। এদের মধ্যে চার জনকে রেফার্ড করা হয়েছে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে।
গত মাসের ২৪ তারিখে মেহেরপুরের বিসিক এলাকায় পাখি ভ্যানের ধাক্কায় সাংবাদিক ইয়াদুল মোমিন মারাতœক জখম হন। দুই সপ্তাহ ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বর্তমানে নিজ বাড়িতে বিছানাগত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এছাড়াও গত ২৮ আগস্ট সদর উপজেলার ইসলামনগর-খোকসা গ্রামের মাঠে স্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান আলমসাধুর ধাক্কায় খেজমত আলী (৫২) নামের এক কৃষক নিহত হন। এর আগে ৯ জুলাই মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মীর মাহবুব (৫৮) বিদ্যালয় থেকে মোটর সাইকেলে বাড়ি ফেরার সময় গরু বোঝাই ট্রলির ধাক্কায় নিহত হন। গতকাল গাংনীতে রানী খাতুন নামের এক গৃহবধু ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু বরণ করেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, চলতি বছরে প্রায় প্রতিদিনিই গড়ে ১০-১৫ জন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় অন্যত্র রেফার্ড করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন মৃত্যুবরণ করেছে। এই দুর্ঘটনার অধিকাংশই অবৈধ পরিবহনের কারনে ঘটেছে।
মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. এহসানুল কবির আল আজিজ মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রায় প্রতিদিন ১০-১৫ জন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসা নিতে আসছে। বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘটছে তিন চাকার অবৈধ পরিবহনের কারণে। বর্ষা মৌসুমে এই দুর্ঘটনার পরিমান অন্য সময়ের তুলনায় বেশি।
মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে মাঝে মধ্যে চেকপোষ্ট বসিয়ে এইসব অবৈধ গাড়ি আটক করা হলেও থামছে না এদের চলাচল। গত তিন দিনে মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে মাত্র ৩৪টি অবৈধ পরিবহন আটক করা হয়। তারপরও মেহেরপুরের প্রধান সড়কে চোখ রাখলেই দেখা যাবে এদের

আধিপত্য।
অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুরে প্রায় ৭ হাজার ইজিবাইক ও ৩ হাজার শ্যালো ইঞ্জিন চালিত অবৈধ যান বাহন চলাচল করে। যানজট থেকে শুরু করে দুর্ঘটনার প্রধান কারন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এইসব পরিবহনকেই। লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা পরিচালনা করলেও শুধূ মাত্র খরচের অযুহাত দেখিয়ে পণ্য সরবরাহের কাজে এ সকল অবৈধ যান গুলো বেশি ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি ইট ভাটার মালিকরা কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনা করলেও তারাও এ সকল অবৈধ যানবাহনের মাধ্যমে ইট সরবরাহ করে থাকেন। ফলে সর্বত্রই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এ সকল অবৈধ যান বাহন চালালেও প্রশাসনিকভাবে এদের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা নিতে চোখে পড়ে না। এভাবে চলতে থাকলে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলবে।
মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান বলেন, অবৈধ নসিমন, করিমনের কারণে আমাদের বড় গাড়ি চালাতে সমস্যা হয়। অবৈধ গাড়িগুলো রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে। তাদের এই বেপরোয়ার কারনে অনেক সময় আমাদের দুর্ঘটনায় পড়তে হয়। এসব অবৈধ যান বাহন ব্যবহার করা হচ্ছে মেহেরপুরের বিভিন্ন পন্যের পরিবেশকের কাজে। বড় প্রতিষ্ঠানের পণ্য বহন করাই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেউই।
এ বিষয়ে মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী বলেন, শ্যালো ইঞ্জিন চালিত এইসব অবৈধ যানবাহন নিয়ন্ত্রন করতে হলে নিজেদের সচেতন হতে হবে। এই সব গাড়ি গুলো যেখানে তৈরি হয় আগে সেই কারখানা বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও অবৈধ যানের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে এবং বেশ কিছু গাড়ি আমরা ইতিমধ্যে আটক করেছি।

আলামিন হোসেন ও মর্তুজা ফারুক রুপক

মুজিবনগরে বসত ঘরে আগুন

মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামে মজিদ শেখের বসত ঘরে আগুন লেগে পুরো ঘর পুরে তছনছ হয়ে গেছে । এতে ঘরে থাকা সকল আসবাবপত্র সহ ঘরে থাকে একটি ছাগল পুরে ছাই হয়ে গেছে। যার কোন

চিহৃই খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। বুধবার সন্ধায় আগে ছাগল ঘরে সাজাল দেওয়ার সময় এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে,একটি ছোট ঘরে মৃতঃ হোসেন শেখের ছেলে মল্লিক শেখ(৭০) ও তার স্ত্রী বসবাস করে।ঘরের সাথেই তাদের ছাগলের গোয়াল তৈরি করা আছে। বুধবার সন্ধার আগে প্রতিদিনের ন্যায় ঐ দিনও তিনি ছাগলের কাছে সাজাল দিতে যায়। সাজাল দেওয়ার সময় আগুনের ফুলকি উরে যেয়ে যে কোন ভাবে ঘরের পাশে রাখা পাটখড়িতে লেগে যায়। তার কয়েকমিনিটের মধ্যেই ঘরে লেগে গেলে ভয়াভয় অগ্নিকান্ড শুরু হয়ে যায়। যে আগুন নেভাতে প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা লেগে যায়।গ্রামের মানুষ সকলে একত্রিত হয়ে পানি ঢালতে ঢালতে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হয়। তবে ঘরের ভিতর থাকা কোন জিনিস ভালো অবস্থায় বের করতে পারে নি। এদিকে ঘরে আগুন লেগে সব পুরে ছাই হওয়ায় নিঃশ হয়ে গেছে মল্লিক শেখ।এত বড় বিপদ থেকে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সক্ষমতা তাদের নেই।

জানা গেছে, মজিদ শেখের ছেলেরা সকলেই আলাদা। মজিদ শেখ ও তার স্ত্রী মাঠ কুরিয়ে তাদের সংসার চালায়। মাঠে যেয়ে ধান, পেয়াজ কুড়িয়ে নিয়ে এসে সেগুলো বিক্রি করে চলে তাদের সংসার।তবে আগুন লেগে ঘরসহ সকল কিছু পরে যাওয়ায় আবার নতুন করে ঘর তৈরি করার সক্ষমতা তাদের নাই।

-মুজিবনগর অফিস

জিপিএস সিস্টেম কি কাজে ব্যবহার হয় ?

গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বাজিপিএস সিস্টেম বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয় এবং বিশেষত শিল্প খাতে ব্যবহার বেশি হয়। জিপিএস বনাঞ্চলের মানচিত্র তৈরি করতে, কৃষকদের জমিতে ফসল ফলাতে, নৌযান এবং বিমান চলাচল করতে সহায়তা করতে পারে।এছাড়া জিপিএস এর সাহায্যে কোন কিছু সনাক্ত করতে এর বহুল ব্যবহার হয়।গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম সাধারণত ৫টি প্রধান কাজে ব্যবহার হয়।

১। অবস্থান -কোন নির্দিষ্ট স্থান দেখতে পাওয়া যাবে
২। নেভিগেশন – এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থান যাওয়ার গতিবিধি দেখা যাবে।
৩। ট্র্যাকিং – ব্যক্তিগত গতিবিধি ফলো করা যায়।
৪। ম্যাপিং – মানচিত্রের মাধ্যেমে বিশ্বের যে কোন দেশের ম্যাপিং দেখা যাবে।
৫। সময় – বিশ্বের সুনির্দিষ্ট সময় আনয়ন.

এছাড়াও ভেহিকল ট্রেকার, ফিশফাইন্ডার, কম্পাস ইত্যাদি জিপিএস সিস্টেম এর আদর্শ ব্যাবহার। বর্তমানে খুব কম মূল্যে জিপিএস পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন অনলাইন শপ এর মাধ্যমে। আপনি চাইলে এখান থেকে জিপিএস এর মূল্য দেখে নিতে পারেন।

– প্রযুক্তি ডেস্ক

মেহেরপুরে বুয়েট ছাত্র আবরার’র হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যাকারিদের বিচারের দাবিতে মেহেরপুরে মানব বন্ধন করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

বুধবার সকালে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে মেহেরপুর শিশু সংগঠন অংকুরের সভাপতি মো: নাছিম রানা বাঁধন, শিশু সংগঠন এনসিটিফ এর সভাপতি এস এম মেহেরাব হোসেন, কলেজ ছাত্র খন্দকার আসিফ, ওয়াহিদ, স্কুলের ছাত্র সাইমুন ইসলাম সৈকত, ইনান, সুমন, সৈকত,রিপন, সাজু, তানভীর, নিপু, জাঈম, কাওসার, রোহানসহ মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা সেখানে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত ফেষ্টুন নিয়ে মানববন্ধনে অংশ গ্রহন করে।

এ সময় তারা বলেন, বুয়েটের মতো স্বনামধন্য একটি শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের জিবনের নিরাপত্তা পায় না সেখানে আমরা সাধারণ স্কুলের ছাত্রদের জীবনের নিরাপত্তা কোথায়? অবিলম্বে আবরার হত্যার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা। যাতে দেশে এ ধরনের হত্যাকান্ড আর সংগঠিত না হয়।

– নিজস্ব প্রতিনিধি